بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০২/০১ | রবিবার, ০২ সফর, ১৪৪২ হিজরী | ২০/০৯/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেও বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করে না, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার পর সেই চেহারাই উন্মোচিত হল

ভারত কর্তৃক হঠাৎ করে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বর্তমান দালাল শাসকেরা তার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে এই মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উদ্ধারে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি অভিনয়ের ছলে হলেও ভারতের সমালোচনার পরিবর্তে বাংলাদেশের সর্বতোভাবে অক্ষম পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে. আব্দুল মোমেন ভারতকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়ে বলেছে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আগে থেকে বাংলাদেশকে অবহিত না করার জন্য ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অত্যন্ত "অনুতপ্ত" । এবং, কতই না পরিতাপের বিষয় ভারত হঠাৎ করে যেদিন তার শত শত পেঁয়াজবাহী ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সেদিনই হাসিনা সরকার ইলিশ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে দুর্গাপূজার উপহার হিসেবে ১৪৫০ টন ইলিশ ভারতে প্রেরণ করেছে! প্রকৃতপক্ষে, এই মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য হাসিনা সরকার জনগণের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি হাসিনা সরকার অধীর আগ্রহের সাথে ফেনী নদীর পানি ভারতের হাতে তুলে দেয়, যেখানে ভারত তার নদী আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের কৃষি, ক্ষেত- খামার, মৎস্য সম্পদ ও জীবন- জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। গত বছর যখন ভারতের পেঁয়াজ নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জনগণকে বিপুল দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিয়েছিল তখনও এই মেরুদন্ডহীন হাসিনা শক্ত অবস্থান নেয়ার পরিবর্তে ভারত সফরে রসিকতা করে বলেছিল, সে তার বাবুর্চিকে পেঁয়াজ ছাড়াই খাবার রান্না করতে বলেছে। এমনকি ভারতের ধারাবাহিক কুখ্যাত 'পেঁয়াজ কূটনীতির পরেও হাসিনা সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আবারও সেই ভারত থেকে ৭৫% পেঁয়াজ আমদানি শুরু করে এই খাতকে শত্রুর করুণার উপর ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ দালাল শাসকেরা এতটাই নিচে নেমে গেছে যে তারা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু এই মুশরিক রাষ্ট্রের সম্মান বাঁচাতেও লজ্জাবোধ করে না। অথচ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যখন বাংলাদেশের নিরস্ত্র নাগরিকদেরকে ভারতীয় দুর্বৃত্ত বি.এস.এফ সদস্যরা পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে, তখন এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার এসব অসহায় মানুষদেরকে চোরাচালানকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাদের মুশরিক প্রভূকে রক্ষায় এগিয়ে আসে *(গবাদিপশু পাচারের সময় সীমান্ত হত্যার জন্য অন্যকে দোষ দিতে পারি না: মন্ত্রী, www.theindependentbd.com, January 25, 2020)*।

হে মুসলিমগণ! এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বের অধীনে কোন সম্মান, মর্যাদা ও সমৃদ্ধি নেই। তাদের ক্রীতদাসতূল্য নীতি ও আচরণ কখনোই আমাদের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে পারবে না। তারা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় খাতসমূহকে মুশরিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রবন্দর ও জ্বালানিখাত এবং রেলপথ ও সড়ক অবকাঠামোর মত কৌশলগত সম্পদসমূহ সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের হাতে তুলে দিয়ে এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী আমাদের আত্মনির্ভরশীলতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যাতে নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা যেন বিশ্বের বুকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারি। আমরা, **হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**, আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সত্যনিষ্ঠ এই দলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করুন, যা আপনাদের সম্মান ও গৌরবের একমাত্র উৎস।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন: *"নিশ্চয়ই আমরা অপমানজনক অবস্থায় ছিলাম এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন আমরা যদি সেটা ব্যতীত অন্য কিছু হতে সম্মান অনুসন্ধান করি তবে আল্লাহ্ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।"* [আল- মুসতাদরাক: ২১৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ